প্যারিসের চিঠি -২

ওয়াসিম খান পলাশ

ফ্রান্সে মোট বাংলাদেশীর সংখ্যা আট থেকে দশ হাজার হবে। এদের অধিকাংশই থাকেন প্যারিসে ও তার আশেপাশে। বেশ কয়েকটি কারনে তারা রাজধানী বা তার আশেপাশে থাকতে পছন্দ করেন । প্রথমত এদেশের এডমেনিস্ট্রেটিভ সিস্টেম। বাংলাদেশ থেকে কেউ প্রথম এলে প্রথমেই তাকে বেশ কিছু অফিসিল ফরমালিটি পালন করতে হয়। এতে করে সবাইকে বেশকিছু সরকারী অফিসে যেতে হয়। আর এগুলোর অধিকাংশই প্যারিসে। যার জন্য সবাই প্যারিসে থাকতেই বেশী পছন্দ করে।

প্যারিসের লুভ মিউজিয়াম। এখানেই মোনালিসাকে রাখা হয়েছে।

আমাদের বাংলাদেশীদের জন্য এখানে প্রধান সমস্যা ভাষা । আমরা যারা বাংলাদেশ থেকে আসি কমবেশী সবাই ইংরেজী বলতে ও বুঝতে পারি। কিন্ত ফ্রেন্স ভাষা, এলফাবেট গুলো ইংরেজীর সাতে মিল থাকলেও বাক্য গঠন ও শব্দের উচ্চারন সম্পুন ভিন্ন। ফরাসীরা ইংরেজী একদম বুঝেন না। যারজন্য এখানে এসেই পুরনো বংগালীদের উপর নিভর করতে হয়। হাতেগোনা কয়েকজন অনুবাদক ও এন্টারপ্রেট আছেন যারা বাংগালীদের অফিসিয়াল কাগজপত্র বাংলা থেকে ফ্রান্সে অনুবাদ করে থাকেন। বাংলাদেশ ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রি হওয়াতে ফরাসীরা বাংলাদেশকে অংলোফোন পেই বলে থাকে। ফরাসীতে যে সমস্ত দেশের প্রথম অথবা সেকেন্ড ল্যংগুয়েজ ইংরেজী সে সমস্ত দেশকে অংলো ফোন পেই বলে। পেই কথাটির অথ্য কান্ট্রি বা দেশ।

এখানকার ইমিগ্রেশন সিষ্টেম ইউরোপের অন্যান্য দেশের মত নয়। ইমিগ্রেশন সিস্টেমের কারনেই বিদেশীদেরকে প্যারিসমুখী হতে বাধ্য করেছে। ইউরোপের অন্যান্য দেশে যেমন কোন ব্যক্তি রাজনৈতিক আশ্রয় চাইলে তাকে সাথে সাথে বাইরের কোন শহরে আবাসিক সুবিধা দিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এবং তার চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এতে করে এক সময় অই ব্যক্তি ঐ শহরেই স্যেটেল হয়ে যায় । শহরটাকে ভালোবেসে ফেলে।

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

কিন্তু ফ্রান্সের ইমিগ্রেশন সিষ্টেম সম্পুন ভিন্ন। কেউ ইমিগ্রেশন অথবা রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য আবেদন করলে,সেদেশের যে কোন শহর থেকে আবেদন করতে পারে। কোন কারনে

শহর বা ঠিকানা পরিবতন করলে নিকটবতী পুনিকটবতী পুলিশ ষ্টেশনে রিপোট করলেই হয়। এখানকার ইমেগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট আবেদনকারীদের থাকা-খাওয়ার জন্য সোসাল দিয়ে থাকেন ঠিকই কিন্তু আবাসনেরব্যাবস্থা করেন না। যার জন্য বিদেশীরা প্যারিসমুখী হয়ে পড়েছে।অভিবাসিদের প্যারিসমুখি হওয়ার আরেকটি বড় কারন কর্ম-সংস্থানের সুযোগ। প্যারিস বিশেবর অত্যাধুনিক জাকজমকপূর্ন মেগাসিটি। এখানে প্রায় কোটি লোকের বাস। প্রতি বছর বিশেবর সর্বাধিক টুরিষ্ট আগমন করে এই দেশটিতে। অসংখ্য অফিস, হোটেল, রেষ্টুরন্ট,ক্যাফে- বার এ অসংখ্য বিদেশীর কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে। অনেক অবৈধ বাংলাদেশীও কাজ পেয়ে যাচ্ছে। বাইরের শহরে খুব সহজেই কাজ পাওয়া যায় না।

এখানে বাংলাদেশীদের হাতেগোনা বেশ কয়েকটি ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর আছে যেখানে বংলাদেশী মাছ, শাক-শব্জী, মসলা সবই পাওয়া যায়।

বিমানের ঢাকা- প্যারিস ফ্লাই ট বন্ধ হওয়ার পর এখন ভায়া লন্ডন হয়ে আসে। এছাড়া শ্রিলংকান,পাকিস্তান ও ইন্ডিয়ান ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর গুলোতেও আমাদের দেশীয় পণ্য সামগ্রী পাওয়া যায়।

চাকুরি-ব্যাবসা আর ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজ এসব নিয়ে প্রতিটি পরিবারকেই ব্যস্ত থাকতে হয়। তারপরও যে কোনো Week End এ কোনো অকেশনে কয়েকটি পরিবার নিজেদের মধ্যে মিলিত হয়ে থাকে। এছাড়া বৈশাখী মেলা, ফেত দোলা মিউজিক বা কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পরিবার গুলো মিলিত হওয়ার সুযোগ পায়।

প্যারিস ১২।০৬।০৮

polashsl@yahoo.fr

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com